ওটা কি?

--কপিল দেব

''আপনার পিতা মাতা কি বুড়ো হয়ে গেছেন? ওদের নিয়ে কি প্রায়ই আপনার এবং আপনার গৃহিণীর মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকছে? তো চিন্তা কিসের? পাঠিয়ে দিন ওদের বৃদ্ধাশ্রমে। আপনার পিতা মাতা কে অগনিত যত্নের সহিত রাখা হবে, যেমনটি আপনি রাখতেন। দেরি না করে আজই পাঠিয়ে দিন। আমাদের ফোন নাম্বার .....।'' পত্রিকা পড়তে পড়তে পিযূষের ওই বিজ্ঞাপনটির দিকে নজর গেল।

আজ রোববার, তাই পিযূষ তার বিশাল বাড়ির সামনে থাকা বাগানে বসে চা খেতে খেতে মনের সুখে পত্রিকা পড়ছিল। পিযূষ একটি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে অফিসারের পদে চাকরি করছে। পিযূষ এবং তার বাবা প্রিয়তোষ বাবু মিলে কলকাতার সল্টলেকে বিশাল বড় এই বাড়িটি বানিয়েছেন। ওই বাড়ির অধিকাংশ টাকা তার বাবার ই দেওয়া, সেই কথা আবার খুব কম লোক ই জানে। পিযূষ এর বাবা বছর দশেক হয়েছে রিটায়ার্ড হয়েছেন। তিনি একটি গভরমেন্ট কোম্পানিতে চাকরি করতেন। কিন্তু যখন থেকে পযূষের মা মারা গিয়েছেন উনি যেন কেমন একটা হয়ে গেছেন, কথায় কথায় রেগে যান, অথবা কখনো কখনো রেগে গিয়ে দিনের পর দিন কথাই বলেন না কারো সাথে। এই বুড়ো বয়সে যা হয় আরকি, তার মধ্যে বছর পাঁচেক হয়েছে উনি উনার স্ত্রী মানে পিযূষের মা কে হারিয়েছেন, তাই একদিকে মনের দুঃখ আরেক দিকে বয়সের ছাপ সব মিলিয়ে এই অবস্থা। এই সময়ে প্রিয়তোষ বাবু যদি কারো কথা শুনে থাকেন তো তা হল পিযূষের চার বছরের ছেলে গুগলু মানে প্রিয়তোষ বাবুর নাতি। পিযূষ সবসময় ঘরে থাকে না, তাই প্রিয়তোষ বাবুর রাগের শিকার হতে হয় পিযূষের স্ত্রী রঞ্জনাকে। তা নিয়ে প্রায়ই পিযূষ আর রঞ্জনার মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকে, ''রঞ্জনা তুমি কি বলছ এইসব উনি আমার বাবা'' পিযূষ চেঁচিয়ে বলে উঠলো। ''আমি তো খারাপ কিছু বলিনি পিযূষ, আমিও উনাকে আমার বাবার মতোই দেখি, কিন্তু ঘরে তো তুমি থাকনা থাকলে তুমি বুঝতে'' রঞ্জনার কাঁদো কাঁদো গলায় উত্তর। এমন ধরনের ঝগড়া প্রায়ই ওদের মধ্যে হয়ে থাকে। আসলে মেয়ে হিসেবে রঞ্জনা খারাপ নয়, ও প্রিয়তোষ বাবুকে শশুর কম, নিজের বাবার মতই বেশি ভাবে। কিন্তু ব্যাপার টা অন্য জায়গায় রঞ্জনার শুধু একটি কথা যা হলো ও ওর চার বছরের ছেলে কে দেখবে, না ওর সত্তর বছরের বাবাকে। কিন্তু অবশেষে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে প্রিযতোষ বাবুকে কিছু সময়ের জন্য বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর। কিন্তু শেষে তা করে উঠতে পারেনি, কারন ওরা ভাবল যে ওদের বাবার ওরা ছাড়া আর কেউ নেই, তাছাড়া এই বিষয়ে পিযূষের খানিকটা মত থাকলেও রঞ্জনার পুরোপুরি ই অমত ছিল।

রোববার সকালে চা খেতে খেতে পিযূষের যখন ওই বিজ্ঞাপনটির দিকে চোখ গেল তখনি সে ভাবতে লাগল এবার হয়তো রঞ্জনাকে মানিয়ে ওর বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেই হবে কারন এবার পরিস্থিতি আগের থেকে বাজে, কারন রঞ্জনা দুই জনকে একসাথে দেখে রাখতে পারছেনা। আর তার পরিনাম হল দিনের পর দিন রঞ্জনা খিটখিটে মেজাজের হয়ে যাচ্ছে ফলে পিযূষের বিভিন্ন অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। আর বিজ্ঞাপনে যখন বলেছে ওরা বৃদ্ধদের ভালো করেই রাখে তো একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক বলে পিযূষ খবরের কাগজে থাকা অন্যান্য খবরের দিকে মন দিল। কিছুক্ষন পরে হঠাৎ পিযূষের পাশথেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসলো ''ওটা কি?'' পিযূষ খবরের কাগজ পড়াতে এতই মত্ত ছিল যে সে রীতিমত চমকে উঠলো। আওয়াজটা ছিলো ওর বাবা প্রিয়তোষ বাবুর। কখন যে ওর বাবা ওর পাশে এসে বসলেন পিযূষ তা বুঝতেই

পারল না সে মুখ তুলে একবার তার বাবার দিকে তাকালো এবং বোঝার চেষ্টা করলো যে ওর বাবা কি নিয়ে প্রশ্নখানা করেছেন, তারপর পিযূষ উত্তর দিলো, ''বাবা ওটা একটি চড়ুই'' বলে পিযূষ আবার খবরের কাগজের দিকে মন দিল। কিছুক্ষন পর, ''ওটা কি?'' প্রিয়তোষ আবার বলে উঠলেন। পিযূষ এবার একটি উত্তর দিলো ''ওটা চড়ুই।'' কিছুক্ষন চুপ, তারপর প্রিয়তোষ আবার বললেন ''ওটা কি?'' পিযূষ এবার চোখ তোলে একবার পাখিটির দিকে তাকালো এবং একটু গম্ভির ভাবেই বলল ''ওটা চড়ুই বাবা''। কিছুক্ষন পর প্রিয়তোষ আবার সেই একি প্রশ্ন করলেন, ''ওটা কি?'' এবার পিযূষ একটু বিরক্ত কণ্ঠের সহিত বলে উঠলো ''বাবা আমি কখন থেকেই বলছি, ওটা একটি চড়ুই''। প্রিয়তোষ সেই আগের মতো কিছু সময় নিস্তব্ধ থেকে, তারপর সেই একি কথা বলে উঠলেন, ''ওটা কি?'' এবার পিযূষ আর নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারলনা, সে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ''বাবা কতবারই তো বললাম, যে ওটা একটি চড়ুই, চড়ুই পাখি, তবুও বারবার জিজ্ঞাসা করেই যাচ্ছ, আমি এত বার বলার পরও''। প্রিয়তোষ অল্প চুপ করে থেকে হটাৎ দাড়িয়ে পরলেন। পিযূষ তা দেখলো কিন্তু কিছু বললনা, সে দেখলো যে প্রিয়তোষ বাবু ঘরের ভিতর দিকে যাচ্ছেন। সে কিছু সময় ওই দিকে চেয়ে থেকে আবার পড়তে শুরু করলো। কিছু সময় পর প্রিয়তোষ বাবু ফিরলেন এবং হাতে একখানা মোটা বই নিয়ে, পিযূষেয় দেখে এমনি লাগল। কিন্তু পর মুহূর্তে সে বুঝতে পারল যে ওটা একটা ডাইরি। প্রিয়োতোষ বাবু ডায়েরিখানা খুলে একটি নির্দিষ্ট পাতা দেখিয়ে পরার জন্য পিযূষের দিকে এগিয়ে দিলেন। পিযূষ অবাক হয়ে ডায়েরিখানা হাতে নিয়ে ,একবার ডায়েরির দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কিছু না বুঝে শেষমেষ পড়তে শুরু করলো। ওয়েডনেসডে ১৯৮৪ ,আজ আমার ছেলে চার বছরের হলো,আজকের দিনটা আমি সারাজীবন মনে রাখবো। কারন আজ আমার ছেলে আমায় প্রথম প্রশ্ন করেছে, তাও একটি মজার প্রশ্ন। সে আজ একটি পাখিকে দেখে জিজ্ঞাসা করল ''ওটা কি''? উত্তরে আমি ওকে বলেছিলাম যে ''ওটা একটা চড়ুই পাখি'', কিন্ত সে জানিনা কেন একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলো। সে কুড়ি বারের ও বেশী প্রশ্ন করলো। তাতে আমার অনেক মজাই লাগতে লাগলো। আমি প্রতিবারের প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম -''ওটা একটা চড়ুই পাখি''। আমার জন্য ওটা একটা সুন্দর অনুভূতি, যা সারা জীবন্ আমার মনে থাকবে। আমি এই কথাগুলো না লিখে পারলাম না ,যেন এই কথাগুলো সারাজীবন আমার হৃদয়ের পাশে থাকে,আমার ছেলের মতো। কিছুক্ষন নিঃস্তব্দ, তার পর পিযূষ ডায়েরীখানা রেখে মুখ তুলে ওর বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল।প্রিয়তোষবাবু ও পিযূষ কে জরিয়ে ধরলেন যেমন চার বছর বয়সে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। রঞ্জনা বাড়ির উপরের জানালা থেকে এই দৃশ্য দেখে আনন্দের সঙ্গে কাঁদতে শুরু করলো। তখনই পিযূষের চার বছরের ছেলে গুগলু ওদের দেখে ওদের দিকে ছুটে এলো এবং ওর বাবাকে প্রশ্ন করলো ''বাবা তুমি কাঁদছ কেন?''পিযূষ উত্তরে বললো ''কিছুনা বাবা চল আমরা ঘরে যাই''।বলে ওরা ঘরের দিকে রওয়ানা দিল। ততক্ষনে সেই চড়ুই পাখিটি বিজ্ঞাপনের কাগজটির উপর এসে বসে, ওই বিজ্ঞাপনের জায়গাটা ওর ঠোট দিয়ে ছিড়তে শুরু করলো। ওরা যখন ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখনই পিযূষের ছেলে সেই পাখিকে দেখে বলে ওঠলো ''বাবা ওটা কি?''

''পিতার শ্রদ্ধা, মায়ের টান

সেই ছেলে হয় শ্যামপ্রাণ''

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র